তারিখ ..31 JUL 2016.. ...
পৃষ্ঠা ..২..৬.. কলাম...৫......

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষকদের মধ্যে সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে অধিক কাজ করার উদ্যোগ কম

----------------শিক্ষামন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; কিন্তু সেটি নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে অধিক কাজ করার উদ্যোগ কম। শুধু মুখস্থ করে বা নকল করে যেকোনো প্রক্রিয়ায় শুধু পাস করলে হবে না। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত অর্থে সৃজনশীল করে তুলতে হবে, যেন শিক্ষকরা পড়ানোর পর একজন শিক্ষার্থী আরো পাঁচটি কাজ একাই করতে পারে। তবেই সৃজনশীল পদ্ধতি কাজে দেবে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর বাংলামোটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আয়োজিত পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির সেরা সংগঠকদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন।

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ঢাকা বিভাগের মোট ১৫৩ জন সংগঠককে সম্মাননা দেয়া হয়। সেকেন্ডারি অ্যাডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস অ্যানহান্সমেন্ট প্রজেক্টের (সেকায়েপ) এই কর্মসূচির মোট সংগঠকদের মাত্র ১০ শতাংশকে সেরা সংগঠক হিসেবে বেছে নেয়া হয়।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, যখন কাজ উন্নতমানের হয়, তখনই পুরস্কার দেয়া হয়। যোগ্যতা কখনো অপুরস্কৃত থাকে না। বই পড়া সম্পর্কে তিনি বলেন, কচি ছেলে-মেয়েদের আগে সাহিত্য পড়তে দিতে হবে। তারা আগে মজার বই পড়বে। এরপর ধীরে ধীরে দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি পড়বে।

'শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, আচরণ মনিটরিং করতে হবে'

ঢাকার সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে 'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে কারিগরি শিক্ষকদের করণীয়' শীর্ষক পৃথক এক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী সন্ত্রাসী হামলা ও জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত হচ্ছে বলে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি, আচার-আচরণ, চলাফেরা মনিটরিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এ ধরনের বিপদগামিতা রোধ করা সম্ভব।

শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউট অভ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ-এর সভাপতি এ কে এম এ হামিদ এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক মো. মিজানুর রহমান বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে বরিশাল টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিম মৃধা, পঞ্চগড় টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ আবদুল আজিজ, ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ড. মো. নূরুল ইসলাম, বগুড়া ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শাহাদত হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।